দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...25 DEC 2005
পৃঃ ১ কলাম ২

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশে সব ভার্সিটি ভিসি একমত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের জন্য দেশের সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ নীতিগতভাবে এক হয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (২-এ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে

(প্রথম পাতার পর)

প্রস্তাবিত গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, প্রস্তাবিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বর বণ্টনের ক্ষেত্রে অসমতা রয়েছে। তাই এটি সংস্কার করেই কেবল অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে হবে। কেউ কেউ নিজের মতো করে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আহ্বানে শনিবার রাজধানীর এলজিইডি ভবনে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়। মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। এতে অর্ধশতাধিক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত থেকে তাঁদের মত প্রকাশ করেন।

সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সংস্কার প্রস্তাব দেয়া হয়। কেউ কেউ কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়া গ্রেডিং পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএম এ ফায়েজ বলেন, প্রস্তাবিত গ্রেডিং পদ্ধতির নম্বর বণ্টনে অসমতা রয়েছে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত খসড়ায় 'এ' গ্রেডের জন্য কমপক্ষে ৯০ পাওয়ার বিষয়টি অনেক বেশি হয়েছে। তাঁর মতে, এটি ৮০ হওয়া উচিত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারী বলেছেন, এ বিষয়ে আরও সময় নেয়া উচিত। না হলে রাজনৈতিক সমস্যা হতে পারে। সভায় অনেকে নিজের মতো করে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছেন।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, এসব সংস্কার প্রস্তাব যাচাইবাছাই করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হবে। তারপর সেখান থেকে সুপারিশ আসলে সেগুলো নিয়েই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে। সভা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সকল উপাচার্যই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আশা করছি প্রস্তাবিত সংস্কার নিয়ে শীঘ্রই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে পারব। তিনি বলেন, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করলে একদিকে যেমন ভারসাম্যহীনতা দূর হবে, তেমনি চাকরির ক্ষেত্রে অন্তত রেজাল্টের দিকে কোন বৈষম্য থাকবে না।